

আল-বায়্যিনাহ | Al-Bayyina | الْبَيِّنَةُ

আয়াতঃ ৯৮ : ২

আরবি মূল আয়াত:

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾

অনুবাদসমূহ:

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রাসূল পবিত্র কিতাবসমূহ তিলাওয়াত করে। — আল-বায়ান

(অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট হতে একজন রসূল, যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ। — তাইসিরুল

আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ, — মুজিবুর রহমান

A Messenger from Allah, reciting purified scriptures — Sahih International

২. আল্লাহর কাছ থেকে এক রাসূল, যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র পত্রসমূহ(১),

(১) صحف শব্দটি صحيفة এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে ‘সহীফা’ বলা হয় লেখার জন্য প্রস্তুত, কিংবা লিখিত পাতাকে, এখানে পবিত্র সহীফা মানে হচ্ছে এমন সব সহীফা যার মধ্যে কোন প্রকার বাতিল, কোন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা নেই এবং শয়তান যার নিকটে আসে না। এখানে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সহীফা থেকে নয় স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ) “ওটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পূত-চরিত্র লেখকের হাতে লিখিত।” [সূরা আবাসাঃ ১৩-১৬]

তাকসীরে জাকারিয়া

২। আল্লাহর নিকট হতে এক রসূল; [1] যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ।[2]

[1] ‘রসূল’ থেকে উদ্দেশ্য হল নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)।

[2] অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যা ‘লাওহে মাফুয’-এ পবিত্র পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

তাকসীরে আহসানুল বায়ান